সম্পাদনার আলোকে নজরুল ইসলাম

সম্প্রিয়া চ্যাটার্জী

এক

কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু–
'আয় চলে আছ, রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন।
অলক্ষণের তিলক রেখা
রাতের ভালো হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২৪শে শ্রাবণ, ১৯২৯ বঙ্গাব্দ)

কাজী নজরুল ইসলামের উদ্দেশে কবিপ্রেরিত উপরিউদ্ধৃত বার্তা আমাদের মনে করিয়ে দেয় নজরুলের সম্পাদক সত্তার কথা। বহু আলোচিত কবি সত্তার অন্তরালে সম্পাদক নজরুল স্বতন্ত্রভাবে দীপ্তিমান। নজরুল এবং মুজফ্ফর আহমদ যুগ্মভাবে সংবাদপত্র জগতে নবতম অধ্যায়ের সূচনা করেছিলেন। অসহযোগ ও খিলাফৎ আন্দোলনের সঙ্কটময় সময়ে তাঁদের সম্পাদিত সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ' পত্রিকা একটি ক্রান্তিকালের পথদ্রষ্টা হয়ে উঠেছিল। এই পত্রিকাতেই নজরুলের রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িক ভেদভাবনার আবরণ সরিয়ে হিন্দুধর্মাবলম্বী ও ইসলাম ধর্মাবলম্বী উভয় সমাজেরই প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিল এই পত্রিকা।

'মুহাজিবীন হত্যার জন্য দায়ী কে? এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার জন্য ব্রিটিশ সরকার 'নবযুগ' পত্রিকার জামানত বাজেয়াপ্ত করে। সাময়িকভাবে এটি বন্ধ হয়ে যায় ও জামানতের টাকা জমা দিয়ে দেবার পর পুনঃপ্রকাশিত হতে শুরু করে। আবার জামানত তলব করলে পত্রিকাটির প্রকাশ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। 'নবযুগ' পত্রিকার আকর্ষণীয় হয়ে ওঠার মূলে ছিল নজরুলের জ্বালাময়ী রচনা, চিত্তাকর্ষক শিরোনাম, পরিবর্ধিত সংবাদের সংক্ষিপ্তি। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে নবযুগ-এ প্রকাশিত সম্পাদকীয়গুলির একটি সংকলনগ্রন্থ 'যুগবানী' নামে প্রকাশিত হয়েছিল।

দুই

১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের ১১ আগস্ট কাজী নজরুল ইসলাম 'ধূমকেতু' পত্রিকা বার করেন। এটি অর্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। 'ধূমকেতু' একদিকে যেমন বিপ্লবীদের সমর্থন পেয়েছিল তেমনি সাম্যবাদী চিন্তাধারার মানুষদেরও অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করেছিল। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী 'যুগান্তর' দলের নেতা ও স্বাধীন ভারতের কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার এই পত্রিকার সমর্থক ছিলেন। কমরেড মুজফফর আহমদ এই পত্রিকায় 'দ্বৈপায়ন' ছদ্মনামে লিখতেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় লেখা ও ফিচার আঁকার ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন। শান্তিপদ সিংহ পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন।

'ধূমকেতু' তার চলার পথ ঘোষণা করল সিংহনাদে। 'সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। স্বরাজ টরাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশ বিদেশের অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা, স্বাধীনতার শাসনভার সম্পূর্ণ থাকবে ভারতীয়দের হাতে। তাতে কোন বিদেশীর মোড়লী করার অধিকারটুকু থাকবে না।... সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে বুক ফুলিয়ে বলতে হবে 'আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।'

(১৩ই অক্টোবর, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দ)

তিন

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর লেবার স্বরাজ পার্টি গঠিত হওয়ার পর 'লাঙল' নামক পার্টির মুখপত্র প্রকাশিত হয়। 'লাঙল' পত্রিকার প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদক মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (নজরুলের ফৌজে থাকাকালীন বন্ধু)।

'লাঙল' এর শিরোনামের নিচে লেখা থাকতো 'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।' (চন্ডীদাস)

'লাঙল' এর প্রথম সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছিল 'জমিতে চাষীর স্বত্ব নাই। যত্নের অভাবে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হয়েছে। উৎপন্নে প্রজার লাভের পূর্ণ অংশ নাই। আমরা গোড়া কেটে আগায় জল দিচ্ছি। কাউন্সিলে এবং খবরের কাগজে স্বরাজের জন্য চেঁচিয়ে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছি। আবার বলছি স্বরাজ পেলে এসব সমস্যা আপনি দূর হবে।'

নজরুল বুঝেছিলেন ভূমিব্যবস্থার পরিবর্তন না হলে স্বরাজ অর্থহীন। সেজন্য কৃষিবিপ্লব এবং স্বাধীনতা তিনি একত্রে চিন্তা করতেন। কৃষাণের গান, শ্রমিকের গান, জেলেদের গান, ছাত্রদের গান ইত্যাদি 'লাঙল' -এ প্রকাশিত হয়েছিল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় অনূদিত ম্যাক্সিম

গোর্কির 'মা' ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছে 'লাঙল' পত্রিকায়। মুজফফর আহমদের 'ভারত কেন স্বাধীন নয়', 'কোথায় প্রতিকার', 'শ্রেণী সংগ্রাম', 'কৃষক ও শ্রমিক' আন্দোলন' এই পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতের প্রথম কমিউনিস্ট কনফারেন্স কানপুর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কুতুবউদ্দিন আহমেদ ইংরেজি থেকে অনুবাদ করেছিলেন 'কার্ল মার্ক্সের শিক্ষা'। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরাজ্যদল সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

চার

রাজনৈতিক কারণে 'লাঙল' পত্রিকা গণবাণী'-তে পরিণত হয়। মুজফ্ফর আহমদ সম্পাদক হন; নিয়মিত লেখক নজরুল ইসলাম। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ আগস্ট গণবাণীর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। 'মন্দির মসজিদ', 'হিন্দু মুসলমান', 'লাল নিশান', 'আন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'জাগর সূর্য', প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে 'কান্ডারী হুঁশিয়ার', 'ছাত্রদলের গান', 'গণবাণী', -তে প্রকাশিত হয়।

পাঁচ

অবিভক্ত বাংলার রাজনৈতিক জগতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব এম. কে ফজলুল হক চল্লিশের দশকে 'নব পর্যায়ে নবযুগ' পত্রিকা পুনর্বার প্রকাশ করলেন। নজরুল ইসলামকে সম্পাদনার কাজে তিনি পীড়াপীড়ি করে রাজি করান। মাঝে 'সেবক' পত্রিকায় নজরুল সাংবাদিকতার কাজ কবেছিলেন।। 'নবপর্যায়ে নবযুগ' পত্রিকার মাধ্যমে সম্পাদনার কাজে তিনি পুনর্বার যুক্ত হন।

পাকিস্তান দাবির ডামাডোলের মধ্যেও পাকিস্তান না ফাঁকিস্তান' লিখেছিলেন 'আর চাই কি', 'আমার লিগ-কংগ্রেস; 'আমার সুন্দর' ইত্যাদি বিখ্যাত সম্পাদকীয়গুলি 'নবযুগ-এ প্রকাশিত হয়। কবিতার মাধ্যমে নবযুগ পত্রিকায় তিনি অনেক সময় সম্পাদকীয় লিখেছিলেন।

তারপর বিভিন্ন মতান্তর ও অন্যান্য কারণে নজরুল সম্পাদনা ছেড়ে দেন। 'নবযুগ' পত্রিকা দিয়ে তাঁর সম্পাদক সত্তার প্রকাশ আবার 'নবপর্যায়', নবযুগ' এ তার সমাপ্তি। নজরুলের সম্পাদনা 'নবযুগ', 'ধূমকেতু', 'লাঙল', 'গণবাণী', 'নবপর্যায় নবযুগ' প্রভৃতি পত্রিকাগুলির দ্বারা জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও সমৃদ্ধ করেছিল একথা সংশয়াতীত। প্রতিভাময় ও মুখর কবিসত্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্পাদক সত্তার এই স্বর্ণপ্রসু উত্তরাধিকার আজও আমাদের কাজে সাদরে গ্রহণীয়। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত 'নজরুল ইসলাম', কবিতায় লিখেছিলেন–

'বন্ধনে শোষণের শাণিত ঠাকুর
কে সে যোদ্ধা দ্রোহ দৃপ্ত চঞ্চল দুর্বার
পরিশেষে স্থির হয়ে যাবে যোগাসনে
জীবনের গভীরের প্রাণনে মননে
বিদ্রোহেরে করে তোলে প্রগাঢ় প্রণাম
কে সে যোগী? জানো তার নাম?
নজরুল ইসলাম।'

ব্যক্তিত্বময় প্রাখর্যপূর্ণ সম্পাদক নজরুলের সমন্বয় প্রচেষ্টা তাঁর সম্পাদনার মাধ্যমে পরিস্ফুট। 'ধূমকেতু' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছিলেন, 'এ দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে অস্থি-মজ্জায় যে পচন ধরেছে তাতে এর একেবারে ধ্বংস না হলে নতুন জাত গড়ে উঠবে না।' তাঁর এই সমন্বয় প্রচেষ্টাকে আগামী দিনে অগ্রসর করে নিয়ে যাওয়ার উত্তর পথিক আমরা। সেই প্রচেষ্টা সুদূর প্রসারী হোক; প্রসারিত হোক মানুষের মনের কোণে; –অবারিত হোক, এই মহামানবের মহামন্ত্র সব মানুষের প্রাণে। তবেই তাঁর প্রয়াস পাবে চির সম্পূর্ণতা। কবিসত্তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সম্পাদকসত্তা হয়ে থাকবে চিরন্তন।

তথ্যসূত্র ঃ–
'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা, সম্পাদক তারাপদ ঘোষ,
কাজী নজরুল ইসলাম
জন্মশতবর্ষ স্মরণ, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ,
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার